গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা
www.powerdivision.gov.bd

নং-২৭.০০.০০০০.০৯১.২০.০০৫.২০১৫(অংশ-১).২২৭ তারিখ-১১/০১/২০১৭ খ্রি:।

বিষয়ঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের 'বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির' সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : ড. আহমদ কায়কাউস
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।

সভার তারিখ : ০৪/০১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ,

সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'তে দেখানো হলো।

২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর আলোচ্যসুচী অনুযায়ী উপস্থাপন করার জন্য যুগ্ম-সচিব (বাজেট)'কে অনুরোধ জানান। যুগ্ম-সচিব (বাজেট)অর্থ বিভাগের জারিকৃত বাজেট পরিপত্র-১ এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেণ। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের ১৩৮১৯.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে জিওবি ৬৫৮০.০৮ কোটি টাকা এবং ৭২০৪ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দ থেকে অনুন্নয়নের জন্য ৩৫.০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়নের জন্য ১৩৭৮৪.০৮ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য ১৫২০০.৯৮ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০১২০ অর্থ বছরের জন্য ১৬৭২১.০৮ কোটি টাকার সিলিং পাওয়া গেছে।

৩। আলোচনার শুরুতে যুগ্ম প্রধান জানান যে, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য ৬৩৬৫৮.০০ কোটি টাকার চাহিদা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পিএ ৩২৭৫৪.০০ কোটি টাকা এবং জিওবি বাবদ ৩০৯০৫.০০ কোটি টাকা । এ বিপুল পরিমাণ চাহিদার বিপরীতে ১৩৮১৯.০৮ কোটি টাকার বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে জিওবি ৬৫৮০.০৮ কোটি টাকা ও পিএ ৭২০৪.০০ কোটি টাকা। এখানে দেখা যায় যে, গত বছরের তুলনায় এ বছর জিওবি খাতে ১৬৪.০০ কোটি টাকা কম পাওয়া গেছে।

৪। এর পর বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামত চাওয়া হয়। সকল সংস্থাই চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম হওয়ায় তারা আরও বেশী টাকা দাবী করেন। তদপ্রেক্ষিতে যুগ্ম প্রধান বলেন এ বছর যে সমস্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ভাল তাদেরকে পরবর্তীতে ডিও এর মাধ্যমে অতিরিক্তি টাকা আনার ব্যবস্থা করা হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার নিম্নরুপ সিলিং নির্ধারণ করা হয়ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ব্যয়সীমার সিলিং প্রস্তাব			২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাব	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাব
		জিওবি	পিএ	মোট	মোট টাকা	মোট টাকা
১	পিডিবি	১০০০.০০	১২০০.০০	২২০০.০০	২৮৫০.০০	৩১৪৫.০০
২	সিপিজিসিবিএল	৩০০.০০	২২২০.০০	২৫২০.০০	২৭৭২.০০	৩০৪৯.০০
৩	নওপাজোকো	২৫০.০০	৭৬০.০০	১০১০.০০	১১১১.০০	১২২২.০০
৪	ইজিসিবি	১৮০.০০	২৩৫.০০	৪১৫.০০	৩৯৬.০০	৪৩৫.০০
৫	এপিএসসিএল	৮০.০০	৩০০.০০	৩৮০.০০	৪১৮.০০	৪৫৯.০০
৬	পিজিসিবি	৪৭০.০০	১২৬৩.০০	১৭৩৩.০০	১৬৮৬.০০	১৮৫৪.০০
৭	ওজোপাডিকো	১৮০.০০	০	১৮০.০০	১৯৮.০০	২১৭.০০
৮	বিআরইবি	৩৮০০.৯৫	৬০০.০০	৪৪০০.৯৫	৪৭৯৭.৭৮	৫২১০.০০
৯	ডিপিডিসি	১৫০.০০	৩০০.০০	৪৫০.০০	৪৬২.০০	৫০৮.০০
১০	ডেসকো	৬০.০০	২৪০.০০	৩০০.০০	৩০৮.০০	৩৩৮.০০
১১	আরপিসিএল	৬৬.০০	৫০.০০	১১৬.০০	১২৭.০০	১৩৯.০০
১২	স্রেডা	১.০০	৯.৫০	১০.৫০	১২.০০	১৩.০০
১৩	বিদ্যুৎ বিভাগ	৪.০০	২৬.৫০	৩০.৫০	৩৩.৫০	৩৭.০০
১৪	থোক	৩৮.১৩	০	৩৮.১৩	-	-
	সর্বমোট=	৬৫৮০.০৮	৭২০৪.০০	১৩৭৮৪.০৮	১৫১৭১.২৮	১৬৬২৬.০০

৫। অনুন্নয়নের জন্য এ বছর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য মোট ৩৫ কোটি টাকা রাখা হয় এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ২৯৭০ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৩২৬৩ লক্ষ টাকার সিলিং ধার্য করা হয়। আলোচনার এ পর্যায়ে স্রেডার প্রতিনিধি জানান ২০১৭-২০১৮ সনের কনসালটেনসি সার্ভিসের জন্য অতিরিক্ত আরও ১৫০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। বিস্তারিত আলোচনার পর বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার নিম্নরুপ সিলিং নির্ধারণ করা হয়ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ব্যয়সীমার প্রস্তাব	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ব্যয়সীমার প্রস্তাব	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ব্যয়সীমার প্রস্তাব
১	সচিবালয়	১১.৫৬৪	১২.০০	১৩.২৪০	১৪.৫২০
২	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক	২.০৮০	২.১০	২.৩১০	২.৫৪১
৩	টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিরক্ষণ সেল (স্রেডা)	৭.২৮০	৭.০০	৭.৭০০	৮.৪৭০
৪	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিপিইআরসি)	১.২৫০	৪.৫০০	৫.৯৫০	৬.৫৪৫
৫	জ্বালানি নিরীক্ষা সেল	০.৫২০	০.৪৪০	০.৪৮০	০.৫৩২
৬	আন্তর্জাতিক তহবিল এর চাঁদা	০.০১৬	০.০২০	০.০২০	০.০২৪
	মোট=	২২.৭১০	-	-	-
	ব্র্যান্ডিং		৮.৯৪০	-	-
	সর্বমোট=	২২.৭১০	৩৫.০০	২৯.৭০	৩২.৬৩২

৬। আয় সম্পর্কে যুগ্ম সচিব (বাজেট) জানান ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪০৩.০০ কোটি টাকা, ২০১৮-২০১৯ সনের জন্য ৪৪৩.৩০ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০২০ সনের জন্য ৪৮৭.৬৩ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পাওয়া যায়। বিস্তারিত আলোচনার পর বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থার আয়ের নিম্নরুপ সিলিং নির্ধারণ করা হয়ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আয় সীমার প্রস্তাব	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আয় সীমার প্রস্তাব	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আয় সীমার প্রস্তাব
১	সচিবালয়	৩৬০.০৮৪	৪০০.০০	৪৪০.০০	৪৮৪.০০
২	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক	৮.৪৭৫	১৩.০০	১৪.৩০	১৫৭.৩০
৩	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১০.০০	১০.০০	১১.০০	১২.১০
	সর্বমোট=	৩৭৮.৫৫৯	৪০৩.০০	৪৪৩.৩০	৪৮৭.৬৩

৭। বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাভুক্ত কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর/১৬) অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থাপিত প্রতিবেদন এর উল্লিখিত কৌশলগত উদ্দেশ্য ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এর কার্যক্রমসমুহের বিভিন্ন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ও অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৬ অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০১৬ মাসে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫% এ ক্ষেত্রে যারা উক্ত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী অর্জন করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানানো হয় এবং এর যে সকল সূচকে উক্ত সময়ে ২৫% অগ্রগতি হয়নি বা ১ম ৩ (তিন) মাসেও পিছিয়ে আছে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় উপস্থিত সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত এপিএ'এর ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুমোদন করা যায় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮। সভার বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ সনের সিলিং চূড়ান্ত করা হয়।

খ) ত্রিপক্ষীয় সভায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের দাবী করা হবে;

গ) সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তির আওতাভুক্ত কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয় এবং উক্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা হয়।

৯। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-১১/০১/২০১৭
(ড. আহমদ কায়কাউস)
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ

নং-২৭.০০.০০০০.০৯১.২০.০০৫.২০১৫(অংশ-১).২২৭ তারিখ-১১/০১/২০১৭ খ্রি:।

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ)।
২। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি), বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ ভবন, ১০ম তলা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গবেষণা কাউন্সিল (ইপিআরসি), বিদ্যুৎ ভবন, ১০ম তলা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।
৬। চেয়ারম্যান, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা), বিদ্যুৎ বিভাগ।
৭। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/সমন্বয়), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, ঢাকা-১০০০।
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা।
১১। যুগ্ম সচিব (সকল), বিদ্যুৎ বিভাগ।
১২। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ।
১৩। মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, ১নং আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
১৪। ব্যবসহাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি/ পিজিসিবি/ ইজিসিবি/ডেসকো/ এপিএসসিএল/ আরপিসিএল/নওপাজেকো/ নওজোপাডিকো /ওজোপাডিকো/ কোল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ, ঢাকা/ আশুগঞ্জ পাওয়ার কেম্পানি লি:, বি-বাড়ীয়া।
১৫। সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), বিদ্যুৎ বিভাগ।
১৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

১১/১/১৭
(গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য)
যুগ্ম সচিব (বাজেট)
ফোনঃ ৯৫১৩৫১০
dsbudget@pd.gov.bd

অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।
২। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ।
৩। প্রোগ্রামার ,বিদ্যুৎ বিভাগ, পত্রটি দপ্তর/সংস্থায় ই-মেইল যোগে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো।
৪। যুগ্ম-সচিব (বাজেট) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ।